



312009 - রমযানৰে সয়ীম পালনৰে ফযলিত অৰ্জতি হবৰে রমযানৰে সব দিনি রোযা রাখার মাধ্যমে

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কোনে ওজর ছাড়া রমযানৰে একটী দিনি খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে কথিবা হস্তমথৈন করার মাধ্যমে রোযা ভঙেগছে সে কী "যে ব্যক্তি ঈমানৰে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তিৰি আশা নিয়ে রমযানৰে রোযা রাখবৰে তার পূর্ববৰে সব গুনাহ মাফ করে দয়ো হবৰে" এ হাদিসে উল্লেখতি সওয়াব থকে বঞ্ছতি হবৰে? এ হাদিসে অর্থ কী গোটো রমযান মাসৰে রোযা রাখা? যে ব্যক্তি একদিনে রোযা ভঙেগছে সে কী এ সওয়াব থকে বঞ্ছতি হবৰে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানৰে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তিৰি আশা নিয়ে রমযানৰে রোযা রাখবৰে তার পূর্ববৰে সব গুনাহ মাফ করে দয়ো হবৰে।"[সহিহ বুখারী (৩৮) ও সহিহ মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাসৰে রোযা রাখা বাস্তবায়তি হবৰে সবগুলো দিনি রোযা রাখার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সব রোযা রাখনে তার ক্ষত্রে এ কথা সত্য নয় যে, সে গোটো রমযান রোযা রেখেছে। বরঞ্চ তার ব্যাপারে সত্য হল: সে রমযানৰে কিছু অংশ কথিবা কিছুদিন রোযা রেখেছে।

কারমানী বলেন:

"হাদিসে উক্তি: **صام رمضان** অর্থাৎ রমযানৰে রোযা রেখেছে। আপনি যদি বলেন: নদিনে পক্ষযে যতটুকু রোযা বলা যায় ততটুকু রোযা রাখলে কী যথেষ্ট হবৰে; এমনকি কটে যদি মাত্র একদিন রোযা রাখে সকে হাদিসে অধিকৃত হবৰে?

আমি বলব: মানুষৰে প্রচলনে 'রমযানৰে রোযা রেখেছে' ঐ ব্যক্তিৰি ক্ষত্রে বলা হয় যে সবগুলো রোযা রেখেছে। প্রসঙ্গ থকে এটি সুস্পষ্ট।

আপনি যদি বলেন: ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি; যমেন রোগী যদি রোযা রাখতে না পারে। যদি সে রোগী না হত তাহলে রোযা রাখত।



যদি তার ওজর না থাকত তাহলে তার নয়িত ছিল রোযা রাখার: সে কি এই হুকুমেরে অধিকৃত হবে? আমবিলাব: হ্যাঁ।
যমেনভাব: রোগী যদি তার ওজরের কারণে বসে বসে নামায পড়তে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে।
ইমামগণ এ কথা বলছেন।"[আল-কাওয়াকবিদ দারারি (১/১৫৯)]

শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আস-সুবকী (রহঃ) বলেন, হাদিসের উক্তি: **من صام رمضان الغ** যবে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখল..."
অর্থাৎ রমযানের সকল দিন রোযা রাখল। আর যবে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া কিছু দিনের রোযা ভেঙেছে সে ব্যক্তি এই
প্রতিদিন পাবে না। আর যবে ব্যক্তি ওজরের কারণে ভেঙেছে সে ব্যক্তি প্রতিদিন পাবে; যদি সে তার উপর কাযা পালন বা
খাদ্য খাওয়ানো যতো আবশ্যক হয় সতো পালন করে থাকে। ঐ ব্যক্তির মত যবে ব্যক্তি ওজরের কারণে বসে বসে নামায
পড়ছে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে।"[আল-মানহাল আল-আযব আল-মাওরুদ শারহু সুনানে আবী দাউদ
(৭/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

এই ব্যক্তির এই চতৈন্য রাখা বাঞ্ছনীয় যবে, যদি এই মহান সওয়াব তার ছুটেও যায় তার অন্য অনেকে পথ খোলা রয়েছে।
তার কর্তব্য দরৌ না করে সে সুযোগগুলো গ্রহণ করা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— খালসি (ঐকান্তিক) তাওবা
করা।

গুরুত্বপূর্ণ বধায় 13693 প্রশ্নোত্তরটিও পড়ুন।

রোযা রাখা ছাড়াও রমযান মাসেরে গুনাহ মোচনকারী আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যমেন শেষে দশকে ঈমান ও সওয়াব পাওয়ার
আশা নিয়ে কয়ামুল লাইল পালন করা। আশা করা যায়, শেষে দশকে কয়াম পালনকারী লাইলাতুল ক্বাদর পাওয়ার
তাওফিকপ্রাপ্ত হবেন। এই রাতগুলোতে কয়াম পালন করার মধ্যে গুনাহ মাফও রয়েছে; যা রমযানের সয়াম পালনের মধ্যেও
রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যবে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যবে ব্যক্তি
লাইলাতুল ক্বদরে ঈমান ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে কয়াম পালন করবে তার পূর্বেরে সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া
হবে।"[সহিহ বুখারী (৩৫) ও সহিহ মুসলিম (৭৬০)]

আপনি রমযান মাসে নকে আমলেরে ক্ষেত্রগুলো জানার জন্য ওয়েবসাইটে ২৫ নং প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

আমরা আপনাকে নমিনোক্ত কতিব পড়ার উপদেশে দিচ্ছি:

হাফযে ইবনে হাজার-এর রচিতি "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খসালুল মুকাফফরি লযি যুনুব) এবং শামসুদ্দিন আশ-



শারবনিরি রচতি "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খসিলুল মুকাফ্ফরি লযি যুনুব)।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।